কাসুন্দি

তারক বললো, "আমার বড় পিসিমা এই কাসুন্দি খেয়েই মারা গেছিলেন। সেই যেবার কোলকাতার বাজারে প্রথম কাসুন্দি উঠলো! একপোয়া আধসেরি ছোট বড় মাঝারি বাহারে জারে ভরা রকমারি নামের লেবেল আঁটা কাসুন্দি।"

"ফুড পয়জনিং বুঝি?"

"ইয়ে, সোজাসুজি ফুড পয়জনিং অবশ্য নয়। তবু কাসুন্দি তো ফুডই বটে, আর সেই কাসুন্দিই কাল হ'ল পিসিমার। খবরটা কে যে মুচকুন্দপুরে প্রথম এনেছিল কে জানে। পিসিমা কিছুতেই বিশ্বাস করেননি শুনে। যে কাসুন্দির ফরমুলা তাঁর দিদিশাশুড়ি মৃত্যুশয্যায় দিয়ে গেছেন তাঁকে - সেই সোনারঙের, গাঢ় ঢলঢলে, ঝাল ঝাল গন্ধ, প্রথম ধাক্কায় চোখ জ্বালা করে।

"কাসুন্দি-করুনি হিসেবে নাম ডাক ছিল পিসিমার। দূরদূরান্ত থেকে বায়না আসতো - আত্মীয় পরিজন চেনা পরিচিতেরা বৎসরান্তে পিসিমার তৈরী এক বোতল কাসুন্দি পেলে বর্তে যেতো। কম কম করে খরচ করে কষ্টেসৃষ্টে সেই এক বোতল টেনে নিয়ে যেতো যদ্দিন চলে, তারপর বাকী বছরটা পরের বারের 'কোটা'র আশায় হন্যে হয়ে থাকতো। তা সেই কাসুন্দিতে যখন কোলকাতার বাজার ছেয়ে গেল পিসিমা বিশ্বাস করতে পারেনি প্রথমটা। বললো, কিছুতেই এ সেই জিনিস নয়, বাজে মার্কা কিছু।

"মুচকুন্দপুর থেকে মাঝে মাঝেই লোক যেতো শহরে। তাদেরই কাউকে দিয়ে আনিয়েছিল এক বোতল। ইদানীং, পিসেমশাই মারা যাবার পর থেকে, পিসিমা বাজারের জিনিস খেতো না মোটে। এক শাক-সবজি, কাঁচা আনাজ ছাড়া। তাও অনেক ধুয়ে মুছে শুদ্ধি হয়ে ঘরে উঠতো। কিন্তু বোতলের কাসুন্দিটা খেয়েছিল পিসিমা। বাগানের লাল

শাক আর কাসুন্দি অনেকখানি ভাতে মেখে তারিয়ে তারিয়ে খেলো। ব্যস, তার ক'দিন পরেই গত হল পিসিমা। ক'দিন পরে মানে মাসখানেক পরে। কিন্তু সেই কাসুন্দি খাবার পর আর কেউ পিসিমাকে হাসতে বা ভাল করে কথা বলতে দেখেনি। একেবারেই মিইয়ে গেল মানুষটা। আর তারপর তো মারাই গেল একেবারে ----।"

"এরকম হয়। সেই রূপকথার রাক্ষস যেমন এত জিনিস থাকতে ভোমরার মধ্যে নিজের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিল, আমরাও জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কোন একটা বিশেষ কিছু বেছে নিয়ে আঁকড়ে ধরি। শুধু তারকের পিসিমা কেন, আমাদের সেই ডব্ডবা স্পেস সেন্টারই বা কি কম গেছে এ ব্যাপারে ----।"

সমবেত মেসবাসীরা কিশোরীদার চারপাশে ঘন হয়ে বসলো। খাওয়া সেরে হাত মুখ ধুয়ে নিরঞ্জনের এগিয়ে দেওয়া সিগারেট অধরোষ্ঠে স্থাপন করে ধীর একাগ্রচিত্তে অগ্নি সংযোগ করলেন কিশোরীদা। তারপর তাতে সুদীর্ঘ সুখটান দিয়ে কাহিনী শুরু করলেন।

"আমি তখন ডব্ডবা স্পেস সেন্টারে শিক্ষকতা করছি। দেশের নাম করবো না। ওরা বড্ড স্পর্শকাতর জাত - টের পেলে এই মেছুয়াটুলির মেসে বসেও রক্ষে থাকবে না। হাড় খাবে মাস খাবে চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাবে। তবে জায়গাটা যে কোথায় সেটা তোমরা সহজেই আন্দাজ করতে পারবে। আর, না পারলেও কাহিনীর কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না তাতে। তিন বছরের কনট্রাক্টে গেছি। সেটা কনট্রাক্টের দ্বিতীয় বছর।

"ওখানে পৌঁছনোর প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠেছি ততদিনে। ধাক্কা মানে সারপ্রাইজ আর কি। 'স্পেস সেন্টার' যে একেবারে হুবহু তাই, কে ভেবেছিল? যে দিকে তাকাও ধূ ধূ মালভূমি - হাজার হাজার বছরে মানুষের কোন কেরদানি আঁচড়টুকু কাটেনি তাতে। সেই সীমাহীন 'স্পেসের' সেন্টারে গুটিকয় চালাঘর। সারাদিন অবশ্য সেন্টার সরগরম থাকে। দূরদূরান্ত থেকে পাহাড়ি রাস্তা ভেঙে পিল্ পিল্ করে শিক্ষার্থীরা এসে ভিড় করে দলে দলে। আবার বিকেলবেলা নিজের নিজের গ্রামের পথ ধরে তারা। সন্ধ্যের পর সেন্টার একেবারে নিঃঝুম।

"বাসিন্দা বলতে আমরা গুটিকয় বিদেশী কর্মী, যাদের অন্য কোনও আস্তানা নেই, আর ডিরেক্টর কাসাহুন। এছাড়া আছে নিশিরক্ষী গেবেউহু। গেবেউহু পদে নিশিরক্ষী বা নাইট গার্ড হলে কি হবে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ - সর্বকর্মে পারদর্শী লোকটা। আর সে কি চেহারা। ছ'ফুটের উপর লম্বা, মিশকালো রঙ। জীর্ণ টাইট জীনস ও মাপে ছোট টি-শার্ট ভেদ করে মাস্‌লের তরঙ্গ যেন বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়।

"সন্ধ্যে নামার সঙ্গে সঙ্গে আশে পাশের পাহাড় বেয়ে নেমে আসে হায়েনার দল। সেন্টারের আনাচেকানাচে নানান সুরে বিলাপ করতে থাকে ভোজ্য বস্তুর সন্ধানে। অতো কাসাহুনের চালাঘর আমাদের থেকে একটু তফাতে। লোকটা একটু অমিশুক টাইপের। তার মানে যে রাগীরাগী রাশভারী তা নয়। আমাদের এড়িয়ে চলে। কথাবার্তা বলে কম। পারতপক্ষে কাছে ঘেঁষে না। অনেকে বলে এটা নাকি ওর কমপ্লেক্স। এই সেন্টার থেকেই টুয়েলভ পাস করে কয়েক বছর এখানে ওখানে ঘোল খেয়ে ভোল পাল্টে ডিরেক্টর হয়ে এসেছে। পেটে বিদ্যে তো ঢু ঢু। সেটা আর কেউ না জানুক নিজের টনটনে জ্ঞান আছে। তাই ঘাপটি মেরে থাকে, বিদেশী দিগ্‌গজদের ঘাঁটাতে চায় না মোটে।

"স্পেস সেন্টারে টুয়েল্‌ভ অবধি ক্লাস থাকলেও পড়াশোনার ব্যাপারে লবডঙ্কা। খাতায় হাজার দুয়েকের উপর নাম আছে। টেন, ইলেভেন, টুয়েল্‌ভ - এই তিনটে ক্লাস মিলিয়ে তেত্রিশটা সেক্‌শন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। গত আট বছরে - এই বিশাল 'স্পেস' ভেদ করে সেন্টারের আবির্ভাব হয়ে অবধি - এখান থেকে একটিও ছাত্র বা ছাত্রী ন্যাশনাল বোর্ডের ম্যাট্রিক পরীক্ষা উৎরাতে পারেনি। অবশ্য তেমনি সেন্টারের নিজস্ব আভ্যন্তরীণ ডিপ্লোমা পরীক্ষাতেও ফেল করেনি কেউ। দু'দিকেই ঢালাও রেকর্ড আছে। ছাত্ররা তাতেই খুশি। মাতৃভূমিতে করে খেতে হলে একখানা ডিপ্লোমাই যথেষ্ট। এমন দেশ ছেড়ে বিদেশে আর যেতে যাচ্ছে কে !

"পড়াশোনা হোক না হোক শিক্ষার্থীরা হাজিরা দেয় রোজই। সেন্টারের মধ্যিখানে সবচেয়ে বড় চালাঘরটা টি-রুম। দেয়ালের পাশে সারি বেঁধে চেয়ার সাজানো। মাঝখানে টেবিল-টেনিসের প্রকাণ্ড টেবিল। মাসান্তে মাসের রসদ - টুথপেস্ট, তেল, সাবান, এয়ার লেটার ও

টুকিটাকির সঙ্গে ডজন খানেক টি.টি. বলের বাঁধা সরবরাহের ব্যবস্থা করা আছে 'ডিরে দাওয়া'র অতো মেসফিনের সঙ্গে। অতো মেসফিন কিনে কেটে বিল রেডী করে রাখে। গেবেউহু গিয়ে দাম চুকিয়ে বাসে করে ছাঁদা বেঁধে নিয়ে আসে মালপত্তর। মাসে একবারই বাস আসে এদিকে। তাই যাবার সময় গেবেউহুকে যেতে হয় হাঁটাপথে, অশ্বতরে চেপে।

"টি-রুমটাই সেন্টারের প্রাণ। সারাদিন ধরে খেলা চলে। শিক্ষার্থীরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকে। দরজায় জানলায় ভিড় করে টিচারদের কসরৎ দেখে আর তারিফ করে। বল ছিটকে ভিড় ভেদ করে এদিকে ওদিকে চলে গেলে হুটোপুটি করে নিয়ে আসে তারা। দিনটা কেটে যায় কোনমতে। সন্ধ্যের পর লন্ঠনের শীর্ণ আলোতে আরেক দফা খেলা চলে। নির্বাক ক'টি প্রাণী স্বদেশ পরিজন থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে একমনে খেলে চলে নিঃসঙ্গতা, খিন্নতা ভুলে থাকার সাধনায়। গেবেউহু প্রকাণ্ড ট্রে-বোঝাই 'ইনজেরা' এনে টেবিলের এক প্রান্তে রাখে। সেন্টারে জবাই করা ভেড়ার মাংসের ঝাল্ ঝাল্ 'ওয়াৎ'-এ ডুবিয়ে নিঃশব্দে খেয়ে যায় সবাই। বাইরে হায়েনার ঐকতান চলে একটানা।

"হ্যাঁ, তারকের পিসিমার কথা হচ্ছিল না? কাসুন্দির ফরমুলা আশ্রয় করে বেঁচেছিলেন? আমাদের সেন্টারের কাসুন্দি ছিল টেবিল টেনিস। প্রতি বছর আদিসে জাতীয় টি.টি. খেলায় ট্রফি জিতে এসেছে বরাবর। আট বছর আগের সেই প্রথম প্রতিযোগিতা থেকে। টি.টি.র জন্যে দেশজোড়া নাম আছে ডব্ডবা স্পেস সেন্টারের।

"সেকেণ্ড সেমেস্টারের আগেই কানাঘুষো ভাসা-ভাসা রকমের গুজব পৌঁছেছিল আমাদের কানে। ন্যাশনাল ছেড়ে রিজনাল চ্যাম্পিয়ন-শিপটাও নাকি এবার কুক্ষিভূত নেই আর। 'গোণ্ডার'এ নাকি এক মহিলা ভুঁইফোড়ের মত আবির্ভূতা হয়ে গণ্ডায় গণ্ডায় টি.টি. খেলুড়েদের মাৎ করে আদিসে আড্ডা গেড়েছে এখন। 'কোন হ্যায় দেখ্ লুঙ্গি' রবে হুঙ্কার ছাড়ছে সেখান থেকে।

"সেকেণ্ড সেমেস্টারের ঝক্কির মাথায় কথাটা কানে গেলেও বিশেষ পাত্তা দিই না আমরা। বাইশশোখানা খাতা দেখে ভুলশুদ্ধি করে

সাতাশকে তিরাশি আর বারোকে বাহাত্তরে বদলানোর কারিকুরিতে সবাই ব্যস্ত তখন। আট বছরে এপর্যন্ত একজনও ফেল করেনি। হাতে ধরে একটি একটি করে অতগুলো সাবজেক্ট উৎরানো সে যে কি ঝকমারি ব্যাপার ! খোদার উপর খোদ্‌কারি করতে জিভ বেরিয়ে যাবার জোগাড়। কিন্তু মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন - সেন্টারে আমাদের অগ্রজেরা যা করে গেছে সে ঐতিহ্য বজায় রাখতে যখন হবেই তখন আর প্যান প্যান করে লাভ কি?

"হপ্তা কয়েক পরে ডিপ্লোমা পরীক্ষার শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়ে আবার যখন ব্যাট্‌ ধরার ফুরসত পেলাম ততদিনে গুজবটা আর গুজব নেই, ডাহা সত্যে পরিণত হয়ে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে মুখের পানে। সেন্টারের সুরজিৎ সরকার আর ডন মারিনো আদিস থেকে ওজিরেৎ আল্‌মাজের কাছে গো-হারা হেরে ল্যাজ গুটিয়ে ফিরে এসেছে। সুরজিৎ সরকার আর ডন মারিনোকে যারা ব্যাট হাতে রণাঙ্গনে দেখেছে তারাই শুধু এ খবরের মর্ম বুঝতে পারবে। সেন্টারে সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। এমন কি অতো কাসাহুন অবধি কম্‌প্লেক্স ভুলে আমাদের সামনেই চুলদাড়ি উপড়োতে লাগলো। রিজনাল এডুকেশন অফিসের কর্মকর্তারা জীপে করে ঘুরে গেল বার দুই। হায় হায় কোথায় ট্রফি কাঁধে দেশময় জয়োল্লাস কুড়িয়ে ঘরে ফিরবে, তা নয় এখন রিজনাল সিলেকশনে নাম ওঠে কি না ওঠে।

"সুরজিৎ আর মারিনো আদিস থেকে ফিরে সেই যে 'মৌনি' নিয়েছে কিছুতেই আর সে বরফ গলানো যায় না। মারিনোর অবশ্য একটা ওজুহাত আছে। ছেলেটা কিউবান্‌। কোত্থকে কি ভাবে যে সেন্টারে এসে ভিড়েছে সে তথ্য অজ্ঞাতই রয়ে গেছে আমাদের। মাতৃভাষা স্প্যানিশ ছাড়া অন্য কোন বুলি নিষিদ্ধ গোমাংস হেন মানে। তবে দারুণ খেলুড়ে। হাতে ব্যাট ধরলে টেবিল ফাটিয়ে দেয়। সুরজিতের খেলা অন্য ধাঁচের। সূক্ষ্ম টেকনিকে আস্থা তার। এহেন জুড়ি হার খেয়ে এল গোণ্ডারের গাণ্ডীব ভাঙতে না পেরে, এ এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তবে ভাগ্য ভাল যে খেলাটা আসল খেলা নয়, প্রাক্‌-সিলেকশান রিহার্সাল শুধু। আসল খেলা হবে আরও হপ্তা দুয়েক বাদে। অতো কাসাহুন দু'বেলা খোঁজ খবর নিয়ে যায়। গেবেউহুকে ভালমন্দ রান্না করে দুই রথীকে খাওয়াতে বলে। কিন্তু মারিনো আর সুরজিৎ সেই যে মুখ কালো করে ফিরে এলো আর

কোন উৎসাহ-উদ্দীপনার ছিটেফোঁটা দেখা যায় না তাদের।"

"কেন বলুন তো?" তারক তারস্বরে প্রশ্ন করে। "খেলায় হারজিৎ তো থাকবেই।"

কিশোরীদা নিরঞ্জনের সিগারেট প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে চোখ বুঁজে টান মারেন।

তারপর নাসারন্ধ্র ভরে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, "সেটাই তো কথা। আদিসে কি ঘটলো সে ঘটনার আদি অন্ত না জানলে কোন অ্যাকশনই তো নেওয়া যাবে না। মারিনোকে শুধিয়ে লাভ নেই। সুরজিৎকেই পাকড়ালাম।

চোখমুখ লাল করে সুরজিৎ বললো, 'নিপাত যাক ওজিরেৎ আল্‌মাজ। ওই এবার ন্যাসনাল চ্যাম্পিয়ান হবে নির্ঘাত। এমন কি, ইচ্ছে করলে, ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নও। আমি আর আদিসে যেতে চাই না।'

ব্যাপারটা আমাকে খুলে বললো সুরজিৎ তবে সে কথা যেন আর কাউকে না বলি তিন সত্যি করিয়ে নিলো আগে। সব শুনে থ'মেরে গেলাম। সারা বছর ধরে দিবানিশি এত মেহনত, হাত পাকানো, সবই বৃথা তবে!"

"কেন কিশোরীদা? বৃথা কেন?"

কিশোরীদা উষ্ণকন্ঠে বললেন, "বললাম না বলতে মানা করেছে! তিন সত্যি করিয়ে নিয়েছে! ---- যাহোক সুরজিৎ তো সোজা বলেই দিলো ও আর ওজিরেৎ আল্‌মাজের সঙ্গে মোকাবেলায় নামতে নারাজ। ডন মারিনোও ভারি মনমরা হয়ে তাকে। নিজের চালাঘরে খিল দিয়ে বসে থাকে অহোরাত্রি। পরীক্ষার পর সেন্টার বন্ধ তখন। অফুরন্ত সময়। কি আর করি, আমি আর গেবেউহু টি-রুমে টেবিল টেনিস খেলি দু'জনে। সময় কাটাতে হবে তো ! দু'হপ্তা কেটে গেল। রিজনাল সিলেকশনে আদিস যেতে হবে। সেন্টারের কর্মীরা সকলেই চললো - একা একা প্রান্তরে বসে হায়েনার ডাক শোনার থেকে ক'দিন আদিসে গিয়ে ফুর্তি করে আসা যাবে। রিজনাল এডুকেশন অফিস খরচা দিচ্ছে যখন। সমস্ত রিজনের মুখ রক্ষার প্রশ্ন যেখানে। সুরজিৎ কিন্তু পই পই করে বললো, 'মনে থাকে যেন কিশোরীদা। আদিস অবধি যাচ্ছি এই খুব।

খর্বদার খেলতে বলবে না। মরে গেলেও গোণ্ডারের খাণ্ডারনীর সঙ্গে খেলছিনা আর ----।

"স্টেডিয়ামের বন্ধ ঘরে খেলা আরম্ভ হয়েছে। আমি যখন স্টেডিয়ামে পৌঁছলাম বিকেল চারটে তখন। সকাল থেকে টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে আছে গত দু'দিন থেকে কিন্তু আকাশ ভেঙে বৃষ্টি যাকে বলে সেরকম হয়নি এখনও। সেন্টারের সাঙ্গোপাঙ্গোরা সবাই আগে থেকে এসে বসে আছে। আমাকে একা ঢুকতে দেখে হলের অপর প্রান্তে ভিড়ের মধ্যে থেকে অতো কাসাহুন এক হাত তুলে ফ্যাকাসে মুখে দাড়ি চুমরোতে লাগলো অন্য হাতে। আমি ওকে হাত নেড়ে তারপর ম্যানেজারের দিকে পা চালিয়ে দিলাম তাড়াতাড়ি।

"স্টেডিয়ামের ম্যানেজার অতো জেলেকে প্রৌঢ় ছোটখাটো হালকা মানুষটি। দম দেওয়া কলের পুতুলের মত ছুটে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে, মহাশক্তি পাচনের জীবন্ত বিজ্ঞাপনের মত। কোনমতে নাগালে পেয়ে বক্তব্য পেশ করলাম। আমাদের বাঁধা খেলুড়েরা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। দু'জনেই। পরিবর্তে স্ট্যাণ্ড-বাই খেলুড়েকে পেশ করছি। মাত্র একজন। এই অল্প নোটিশে দু'দুজন জোগাড় হতে পারেনি ----।

"চোখে মুখে সহানুভুতি মাখিয়ে অতো জেলেকে মুখর হলেন, 'আহা, দুজনেই? তা'হলে তো ভারি মুশকিল হ'ল আপনাদের। ডব্‌ডবা স্পেস সেন্টারই তো বরাবর ট্রফি জিতে এসেছে এ যাবৎ, তাই না? এবার অবশ্য অন্য ব্যাপার ----'

অতো জেলেকে বিমুগ্ধ দৃষ্টি রঙ্গভূমে চালিয়ে দিয়ে উদ্‌ভাসিত কন্ঠে বললেন, 'দেখছেন তো!'

বললাম, 'এখনও ভাল করে দেখিনি, তবে দেখবো বলেই তো এসেছি।'

ভদ্রলোক নিজের কথার সূত্র ধরে বললেন, 'অতএব যেই খেলুক কিছু এসে যায় না। শেষতক্ কে জিতবে তা একেবারে ফোর্‌গন্ কনক্লুশন্ তৈরী হয়েই আছে।'

স্বপ্নবিভোর চোখে ফ্লোরের রণরঙ্গিণীর উপরার্ধে চেয়ে বললেন,

'আহা, এমন আর হয় না।'

'তা বটে। আপনি আমাদের সেন্টারের প্লেয়ারের নামটা লিখে নিন। আগের দু'জনের বদলে শুধু অতো গেবেউহু। মাত্তর একজন।'

"স্টেডিয়াম জুড়ে হাততালি উঠলো। কানে তালা ধরে যাবার জোগাড়। ওজিরেৎ আল্‌মাজ তাঁর নবতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে কুপোকাৎ করলেন এইমাত্র। স্বপ্নোত্থিতের মত টলতে টলতে অতো দাওয়িৎ হেঁট মস্তকে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'এইবার অতো গেবরে ওজিরেৎ আলমাজের সঙ্গে খেলবেন,' অতো জেলেকে একবার আমার দিকে চাইলেন।

হাত নেড়ে বললাম, 'ঠিক আছে। আমাদের খেলুড়ে এখনও এসে পৌঁছয়নি। তাকে শেষদিকে রাখুন ----।'

টেবিলের তিন-চার গজ দূরে জায়গা পেলাম।

"ছিপছিপে একটি যুবক ক্ষিপ্রপায়ে টেবিলের একদিকে এসে দাঁড়ালো। খট্‌-খট্‌ ঘটা-ঘট্‌ বলের আওয়াজ শুধু। যুবকের দু'চোখে বিস্ময়-চমকানি-বিভ্রান্তি। তারপর ঘাড় হেঁট করে অধোমুখে এলোপাতাড়ি ব্যাট চালাতে লাগলো বেপরোয়াভাবে। ওজিরেৎ আল্‌মাজের দৃঢ়বদ্ধ অধরোষ্ঠে ক্ষীণ কৌতুকের আভাস ফুটে উঠলো। পনেরো মিনিট বেমক্কা একগাদা পয়েন্ট খেয়ে দুদ্দাড় করে ভিড়ের মাঝে নেমে নিমেষে হারিয়ে গেল অতো গেবরে।

'নেক্‌স্ট?' অতো জেলেকে আমার দিকে আঙুল নেড়ে প্রশ্ন করলো।

'আমাদের খেলোয়াড় এখনও এসে পৌঁছয়নি। কি জানি কি হ'ল!' শুকনো মুখে হাত নেড়ে জানালাম তাকে। ভিড়ের মাঝে দাড়ি চুমরোতে রত অতো কাসাহুনের নজর বাঁচিয়ে দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

"কালো মেঘের ভারে আকাশ যেন নুয়ে পড়েছে। অথচ বৃষ্টির নাম নেই। সেই অল্প ছিটেফোঁটা ছাড়া। ভিতরে এসে টেবিলের কাছাকাছি দাঁড়ালাম। ওজিরেৎ আল্‌মাজের বিপরীতে এখন খেলছে মধ্যবয়সী দো-আঁশলা এক ইটালিয়ান। আস্‌মারা থেকে এসেছে। ঠোঁট চেপে নতমুখে

খেলে যাচ্ছে ভদ্রলোক, নিজের ক্যানভাস পরা পদযুগলে দৃষ্টি আটকিয়ে। ওজিরেৎ আল্‌মাজ মুহুর্মুহু কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে যেন নৃত্যের ছন্দে খেলে চলেছে। পীনোন্নত বিপুল বক্ষভার লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে। গোলাপী মসলিনের তলায় সুঠাম স্তনদ্বয় ফ্রেমে বাঁধানো পাকা সুগন্ধি ফলের মতই লোভনীয় দেখাচ্ছে। ভ্রমরকৃষ্ণ অগ্রভাগ ফুটে উঠেছে মসলিন ভেদ করে।

"আরও দশ মিনিট। আরক্ত মুখে ব্রুনো মারকাতো চলে যাচ্ছে যখন ঠিক সেই সময় হুড়মুড় করে বৃষ্টি নামলো। সে কি বর্ষণ! সে কি প্রচণ্ড আওয়াজ! স্টেডিয়ামের অ্যাসবেস্টসের ছাদের উপর যেন অশরীরী আত্মারা কুচকাওয়াজ করছে পেল্লায় বুট জুতো পরে। দরজায় গেবেউহুর মুখ ভেসে উঠলো।

হাত নেড়ে তাকে ইশারা করে অতো জেলেকের কাছে গিয়ে বললাম, 'এসেছে। আমাদের অতো গেবেউহু এসেছে।"

'বাঁচালেন মশাই। আপনাদের খেলুড়েই বাকী শুধু। এর মধ্যে আবার বৃষ্টি নামলো। যাক আর পাঁচ-দশ মিনিটের ব্যাপার। তার মধ্যেই খেলা শেষ হয়ে যাবে'খন। ওজিরেৎ আল্‌মাজের সামনে তার বেশী টিকতে পারবে না কেউ ----।'

"গেবেউহুর নাম ঘোষণা হ'তেই আমি অতো কাসাহুনের দিকে পিঠ করে ঘাড় বেঁকিয়ে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বললাম, 'আমার সামান্য কিছু নিবেদন আছে। আমাদের ডব্‌ডবা স্পেস সেন্টারের তরফ থেকে যিনি আজ খেলবেন - অতো গেবেউহু - ক'বছর আগে প্লুরিসিতে ভুগে একটা লাংস্‌ খুইয়েছেন। আজ স্টেডিয়ামে আসার পথে বৃষ্টিতে গো-ভেজা ভিজেছেন আবার। আপনারা তো জানেন প্রাক্তন প্লুরিসি রুগীর পক্ষে ভিজে কাপড়ে থাকা মানে যমদেবকে সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ পাঠানো। অতএব আপনাদের কাছে ডব্‌ডবা স্পেস সেন্টারের তরফ থেকে আমার একান্ত অনুরোধ আপনারা অতো গেবেউহুর আজকের আচ্ছাদনের ত্রুটিটুকু ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন।'

"আমার ইশারা পেয়ে গেবেউহু রণাঙ্গনে পদার্পণ করলো। ছ'ফুট দীর্ঘ কালো কুচকুচে তেলচুকচুকে দেহে মাংসপেশীর তরঙ্গ খেলছে। নিম্নাঙ্গে অতি সংক্ষিপ্ত হাওয়াই অন্তর্বাস শুধু। তবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র

আত্মসচেতনতার চিহ্ন নেই গেবেউহুর হাবেভাবে। সাবলীল ছন্দে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলে চলেছে। গদাহস্তে হনুমান যেন। কিন্তু একি? ওজিরেৎ আল্‌মাজের মুখ চোখ হঠাৎ অমন গাঢ়বর্ণ ধারণ করেছে কেন? হেঁটমুখী হয়ে এলোপাতাড়ি ব্যাট চালিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে জীবনে আজই বুঝি প্রথম ব্যাট ধরেছে হাতে ----।

"অতো জেলেকে ঠিকই বলেছিল। পাঁচ মিনিটে খেলা শেষ হয়ে গেল। একেবারে গো-হারা হেরেছে ওজিরেৎ আল্‌মাজ। গেবেউহুকে অতো কাসাহুনের 'গাবি'তে জড়িয়ে উচ্চস্বরে জয়োল্লাস করতে করতে হোটেলে ফিরলাম আমরা। আনন্দে বাক্য হরে গেছে অতো কাসাহুনের। আমার সৌভাগ্যক্রমেই বলতে হবে। নইলে বহু জবাবদিহি করতে হত খামোকা ----।"

নিরঞ্জনের প্যাকেট থেকে শেষতম সিগারেটটিকে প্যাকেটচ্যুত করে উঠে দাঁড়ালেন কিশোরীদা।

"তারপর?"

সমবেত প্রশ্ন শুনে ভুরু কুঁচকে বললেন, "তারপর আবার কি? টি.টি. চ্যাম্পিয়ন অতো গেবেউহুর নাম শোনোনি তোমরা? ঝাড়া এগারো বছর ধরে টি.টি.জগতের নামকরা ধুরন্ধর ছিল যে? তা আমিই ওর হাতেখড়ি দিয়েছি বলতে গেলে। তা নাহ'লে সারাজীবন ইনজেরা বানিয়েই কাটতো লোকটার।